Department Of Bengali

SEM-VI(Genl.).Paper-DSE-1B

Dr.Swapna Das

Prasno-Uttor Ebong Amritalal Basu

বিখ্যাত বাংলা প্রহসন

1. প্রশ্ন: অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) এর প্রহসনের নাম কি কি ?
উ: বিবাহ বিভ্রাট, সম্মতি সঙ্কট, কালা পানি, বাবু, একাকার, বৌমা, গ্রাম্য বিভ্রাট, বাহবা বাতিক, খাস দখল, চোরের উপর বাটপাড়ি, ডিসমিস, চাটুয্যে ও বাড়–য্যে, তাজ্জব ব্যাপার, কৃপনের ধন।

2. প্রশ্ন: গিরিশ চন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) এর প্রহসনের নাম কি কি ?
উ: সপ্তমীতে বিসর্জন, বেল্লিক বাজার, বড়দিনের বকশিস, সভ্যতার পান্ডা |

3. প্রশ্ন: জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) এর প্রহসনের নাম কি কি ?
উ: কিঞ্চিৎ জলযোগ, (১৮৭২), এমন কর্ম আর করব না (১৮৭৭), হঠাৎ নবাব (১৮৮৪), হিতে বিপরীত (১৮৮৬), দায়ে পড়ে দারগ্রহ।

4. প্রশ্ন: রামনারায়ন তর্করত্ন এর প্রহসনের নাম কি কি ?
উ: যেমন কর্ম তেমন ফল (১৯৭৯ বঙ্গাব্দ), উভয় সঙ্কট (১৯৬৯), চক্ষুদান (১৯৬৯)।

5. প্রশ্ন: মাইকেল মধুসুধন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৪) এর প্রহসনের নাম কি কি ?
উ: একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০), বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো (১৮৬০)।

6. প্রশ্ন: মীর মোশারফ হোসেন(১৮৪৭-১৯১২) এর প্রহসনের নাম কি কি ?
উ: এর উপায় কি(১৮৭৫), ভাই, ভাই এই তো চাই (১৮৯৯), ফাঁস কাগজ, একি (১৮৯৯)।

7. প্রশ্ন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এর প্রহসনের নাম কি কি ?
উ: বৈকন্ঠের খাতা (১৮৯৭), ব্যঙ্গ কৌতুক (১৯০৭), হাস্য কৌতুক (১৯০৭), চিরকুমার সভা (১৯২৬), শেষ রক্ষা (১৯২৮)।

8. প্রশ্ন: দীনবন্ধু মিত্র(১৮৩০-১৮৭৩) এর প্রহসনের নাম কি কি ?
উ: সধবার একাদশী (১৮৬৬), বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬), জামাই বারিক (১৮৭২)।

9. প্রশ্ন: দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এর প্রহসনের নাম কি কি ?

উ: কল্কি অবতার (১৮৯৫), বিরহ (১৮৯৭), এ্যহস্পর্শ (১৯০০), প্রায়শ্চিত্ত (১৯০২)।

অমৃতলাল বসু

উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে

অমৃতলাল বসু (১৭ই এপ্রিল, ১৮৫৩- ২রা জুলাই, ১৯২৯) ব্রিটিশ আমলের বাঙালি নাট্যকার ও নাট্য অভিনেতা। তার জন্ম হয়েছিল কলকাতায়। নাটক রচনা এবং নাট্যাভিনয়ে সাফল্যের জন্য জনসাধারণের কাছে রসরাজ নামে খ্যাত ছিলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর উৎসাহে তিনি ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানি, বেঙ্গল, স্টার, মিনার্ভা ইত্যাদি রঙ্গমঞ্চে সুনামের সাথে অভিনয় করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক **জগৎতারিণী পদক** লাভ করেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রথম বাঙালি মহিলা এম.এ চন্দ্রমুখী বসু তার সম্পর্কিত বোন।

শিক্ষাজীবন[উৎস সম্পাদনা]

তিনি কলকাতার কম্বুলিয়াটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ে বাল্যশিক্ষা সম্পন্ন করেন। এরপর কিছু সময়ের জন্য হিন্দু স্কুলে পড়াশোনা করার পর তিনি ১৮৬৯ সালে জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইন্সটিটিউশন থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। এরপর দুই বছর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাশাস্ত্রে পড়াশোনা করেন। তিনি কাশীতে হোমিওপ্যাথি নিয়ে পড়াশোনা করেন।

কর্মজীবন[উৎস সম্পাদনা]

কিছু সময়ের জন্য হোমিওপ্যাথি চর্চার পর তিনি সরকারী চিকিৎসক হিসাবে ফোর্টব্লেয়ার যান। স্বল্প সময়ের জন্য পুলিশ বিভাগেও কাজ করেছেন। তিনি ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর জোড়াসাঁকোতে মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে "নীলদর্পণ *নাটকে অভিনয় করেন। পরে ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানি, মিনার্ভা, স্টার, বেঙ্গল প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন। তিনি মোট চল্লিশটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যাদের মধ্যে চৌত্রিশটি হলো নাটক। তার উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হচ্ছে*তরুলতা *(১৮৯১),* বিমাতা বা বিজয় বসন্ত *(১৮৯৩),* হরিশচন্দ্র *(১৮৯৯), এবং* আদর্শ বন্‌ধু *(১৯০০)। প্রহসন রচনায় সিদ্ধহস্ত হলেও তিনি এতে রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। নারী শিক্ষা ও নারী স্বাধীনতাকে ব্যঙ্গ করে তিনি*তাজ্জব ব্যাপার *প্রহসন রচনা করেন।* একাকার *প্রহসনে নিচু জাতির ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রুপ করেন। এছাড়া* কালাপানি *প্রহসনে হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা এবং* বাবু *প্রহসনে দেশের প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনের পথিকৃত ব্রহ্মসমাজকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেন।*

রসরাজ উপাধি[উৎস সম্পাদনা]

হাস্যরসাত্মক নাট্যরচনার জন্য তিনি স্বদেশবাসীর কাছে "রসরাজ" উপাধি পেয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের যুবরাজের আগমন উপলক্ষে উকিল জগদানন্দের বাড়িতে অনুষ্ঠিত ঘটনাকে ব্যঙ্গ করে রচিত নাটিকা পরিচালনার জন্য আদালতে দণ্ডিত হন। এই ব্যাপারে সরকার মঞ্চাভিনয়ের জন্য ১৮৭৬ সনে আইন রচনা করে।

উল্লেখযোগ্য নাটক[উৎস সম্পাদনা]

তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা চল্লিশ এবং তার মধ্যে নাটক চৌত্রিশ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যঃ

- *তিলতর্পণ,*
- *বিবাহবিভ্রাট,*
- *তরুলতা* (১৮৯১)
- *খাসদখল*
- *ব্যাপীকাবিদায়,*
- *বিমাতা বা বিজয়বসন্ত* (১৮৯৩)
- *হরিশচন্দ্র* (১৮৯৯)
- *আদর্শ বন্‌ধু* (১৯০০) প্রভৃতি।

- প্রহসন রচনায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তার কয়েকটি প্রহসনের নাম:
- তাজ্জব ব্যাপার
- কালাপানি
- বাবু
- একাকার
- চোরের উপর বাটপারি (১৮৭৬)
- তিলতর্পণ (১৮৮১)
- ডিসমিশ (১৮৮৩)
- চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে (১৯০৪)